গাবর। শুন দেখিছে বৃষভ শৃগালের ভক্ষ্য সে সিংহের কি করিবে। করটক কহিতেছে যদি এমন হয় তবে কি কারণ স্বামীকে জ্ঞাত করাইলে না। তিনি ত্রাস যুক্ত আছেন তাঁহারে জ্ঞাত করান কর্ত্তব্য ছিল। সে বলিতেছে ওহে তুমি এ সকল ব্যাপার জান না। শুন যদি আমি সেখানে কহিতাম তবে আমারদের মর্য্যাদাও করিতেন না ও মহাপ্রসাদ দিতেন না। আর না দেখিয়া না জানিয়া ভৃত্য কখন স্বামী করিবে না। যেমন না দেখিয়া প্রভু করে দধি কর্ণ প্রাণ ত্যাগ করিল। করটক জিজ্ঞাসা করিতেছেন সে কি। ও কহিতেছে।

অর্ব্বুদার্ব্বুদ শিখর নামেতে এক মহা পর্ব্বতে দুর্দ্দণ্ড নামেতে এক সিংহ আছে। সেই পর্ব্বতের গহ্বরস্থিত মূষিক কোন সিংহের কেশ ছেদন করিয়াছে। সেই সিংহ ঐ কেশরাগ্র

ছেদন দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধ মনেতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তারপর তাহাকে মারিবার মৈলিক মনের মধ্যে আলোচনা করিয়া নগরের মধ্যে গিয়া দক্ষিকর্ণ নামেতে এক বিড়াল আনিলেন। আনিয়া সেই কন্দরের মধ্যে তাহারে খাইতে দিয়া রাখেন। এই প্রকার কতক দিন যায় তাহার ভয়েতে মুষিক আর বাহির হইতে পারেন না। তারপর ঐ সিংহ যখন ওন্দুরের শব্দ শুনে তখনি মহা আদর করিয়া ঐ বিড়াল কে মাংসাদি ভক্ষন করিতে দেয়। ইতি মধ্যে এক দিন মুষিক অত্যন্ত ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া আর থাকিতে পারিলেন না। ভাবিলেন কি করিব বাঁচন কোন প্রকারেও নাই রামে মারিলেও মরিব রাবনে মারিলেও মরিব। যা হওক বাহির তো হই যাইতে পারি ভাল না পারি সাধ্য নাই। এই সকল মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া বাহিরিবা মাত্রেই বিড়ালে পাইয়া ভক্ষন

করিল। অনন্তর সেই সিংহ অনেক দিন পর্য্যন্ত মূষিকের শব্দ আর শুনিতে পায় না। ভাবিলে যে বুঝি খাইয়া থাকিবেক অতএব ওনি বিড়ালকে তাচ্ছল্য করিয়া আর খাইতে দেন না। বিড়াল করিবেন কি ওঠিতে সাধ্য নাহি। না খাইতে পাইয়া প্রাণ বিয়োগ হইল। এ জন্যে আমি বলি না দেখিয়া না জানিয়া প্রভু করিলে এই ফল।

তারপর দমনক ও করটক সঞ্জীবকের সমীপে গেল। করটক এক তরুর শিখরে বসিল দমনক সঞ্জীবকের কাছে গিয়া বলিতেছেন। ওহে বৃষভ এই যে আমি আমাকে পিঙ্গলক রাজা এই অরন্য রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন ঐ দেখ সেনাপতি করটক আজ্ঞা দিয়াছেন শীঘ্র যদি না যাও তবে এখান হইতে দূর হও। অন্য প্রকার যদি কর তবে তোমার মন্দ হবেক। কি জানি ক্রুদ্ধ স্বামী কি করিবেন। এই কথা

সঞ্জীবক শুনিয়া নিতান্ত ভাবিৎ হইলেন। শুনহে রাজার আজ্ঞা ভঙ্গ ও ব্রাহ্মণের অনাদর ও নারীর পৃথক শয্যা এই সকল শস্ত্র ব্যতিরেক বধ। তারপর দেশ ব্যবহার অবিজ্ঞ যে সঞ্জীবক তিনি ভয়যুক্ত হইয়া করটককে অষ্টাঙ্গে প্রনিপাত করিলেন। তাহা কহিয়াছেন বল হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। দেখ জ্ঞানের অভাবে হস্তীর এই দশা যাহেত যে মনুষ্য সে যেদিগে লইয়া যায় সেইদিগে যায়। তদনন্তর সঞ্জীবক শঙ্কাযুক্ত হইয়া কহিতেছেন মহাশয় সেনাপতি আমার কি কর্ত্তব্য তাহা বলুন আমি এদেশের ব্যবহার জানি না যাহাতে আমি রক্ষা পাই তাহা আপনার করিতে হবেক। আমি বিদেশী আমার এখানে বন্ধু বান্ধব কেহ নাহি মহাশয় আমার সর্ব্বাহ্লাদক আমি অধিক কি বলিব। করটক বলিতেছেন যদি এ কাননে থাকহ তাহার কিছু ফের নাহি। কিন্তু রাজার পাদপদ্মে গিয়া প্রনাম

করহ। সঞ্জীবক কহিতেছেন মহাশয় যদি আমাকে অভয় দান দেহ তবে যাই। সে বলিতেছে শুনরে বলীবর্দ্ধ। তুমি কিছু ভয় করিও না। আর বলি শুন ঝড় যে সে কখন তৃন উৎপাটন করে না হত গাছি ভাঙ্গেন। সে কেমন মহত যে সে মহত্তের উপরে সমান বিক্রম করে তিনি ক্ষুদ্রের উপর ক্রোধ করেন না। অতএব তুই অতি ক্ষুদ্র প্রাণী তোর প্রতি ক্রোধ করিয়া কখন বিনাশ করিবেন না। তার পর দমনক ও করটক সঞ্জীবককে লইয়া কতক দূরে বসাইয়া রাখিয়া তাহারা পিঙ্গলক রাজার নিকটে গেলেন। তদনন্তরে রাজা কর্তৃক সাদর দর্শীত যে দমনক করটক তাহারে প্রণাম করিয়া বসিলেন। রাজা কহিতেছেন দেখিয়াছ। দমনক বলিতেছেন হাঁ মহারাজ দেখিয়াছি। মহারাজ যাহা জানিয়াছেন সেই ঐ মহত বসিয়াছে। সে মহাশয়কে দর্শন করিতে ইচ্ছা

করিয়াছে অতএব আপনি সমস্ত্র বসিয়া থাকুন। কেবল শব্দ শুনিয়া ভয় কর্ত্তব্য নহে। এবং শব্দের কারন না জানিয়া শব্দ মাত্রে ভয় কর্ত্তব্য নহে। যেমন কুট্টনী শব্দের কারন জানিয়া সকলের পুজ্যা হইল। রাজা বলিতেছেন সে কি বিষয়। দমনক কহিতেছেন শুনিতে আজ্ঞা হওক মহারাজ।

শ্রীপর্ব্বত মধ্যে ব্রহ্ম পুর নামেতে এক নগর আছে। তার শিখরের এক দেশেতে ঘণ্টাকর্ন নামেতে যে এক রাক্ষস আছে তাহা সকল লোকেতে জানে। এক দিন কোন এক চোর সেই ঘণ্টা চুরি করিয়া পলায়ন করিতে ছিল। ইতি মধ্যে সেই চোরকে কোন ব্যাঘ্র পাইয়া ভক্ষন করিলেক। সেই চোরের হস্তপতিত যে ঘণ্টা কোন বানরে পাইল। তদনন্তর বানর সর্ব্বদা

বাজায়। সেই শব্দ শুনিয়া যত নগর বাসী লোক তাহারা পরস্পর বলিতেছে ভাই সকলহে ঐ শুন ঐ ঘণ্টাকর্ণ কুপিত হইয়া আসিতেছে এখনি সকলকে খাইয়া ফেলাইবেক আর আমারদের এখানে বাস করা হইল না। ইহা বলিয়া সকল লোক পুস্থান করিল। তার পর কোন এক কুট্টনী মনে পরামর্শ করিল যে এই ঘণ্টা অনবরত বাজিতেছে ইহার ভাব কি। অতএব বুঝি বানরেতে ঘণ্টা বাজাইতেছে। ইহা জানিয়া রাজার কাছে গেল। বলিতেছে মহা রাজ আপনি কত ধন ব্যায় করিবেন তাহা বল তবে আমি ঘণ্টাকর্ণকে সিদ্ধি করি। এই কথা রাজা শুনিয়া তাহাকে কিছু ধন দিয়া বলিলেন এ আপদ তুমি শীঘ্র শান্তি কর। তবে তুমি যত ধন চাহ ততো দিব। কুট্টনী তাহা শুনিয়া এবং ধন পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট মনে মণ্ডলাকার চক্র আঁকিয়া একটা মস্করি বুততে গৌরব দেখাইয়া

চলিল। তারপর বাজারেতে গিয়া বানরের ভক্ষ নার্থে প্রিয় ফল ক্রয় করিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বানরের সম্মুখে সকল ফল ছড়াইয়া ফেলাইল। তখন বানর ঘণ্টা ত্যাগ করিয়া ফল ভক্ষন করিতে মত্ত হইল। কুট্টনী করিলে কি সেই সাবকাশেতে ঘণ্টা লইয়া নগর মধ্যে আইল। তখন রাজা ও সকল প্রজা কুট্টনীর হাতে ঘণ্টা দেখিয়া মহা মর্য্যাদা করিলেন। এ জন্যে আমি বলি শব্দের কারন না জানিয়া ভয় কর্ত্তব্য নহে।——

তদনন্তর সঞ্জীবকরে আনিয়া দর্শন করাইলেন পাশ্চাৎ পরস্পর রাজার আশ্রিত হইয়া পরম প্রীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কতক দিন যায় ইতি মধ্যে এক দিন ঐ সিংহের ভ্রাতা স্তব্ধকর্ন নামে সিংহ তিনি আসিলেন। তাহার আতীথ্য করিবার নিমিত্ত

বসিয়াছিলেন যে পিঙ্গলক তিনি পশু হনন করিতে চলিলেন। ইহার মধ্যে সঞ্জীবক আসিয়া বলিতেছে মহারাজ অদ্যকার মৃগ মাংস কোথায়। রাজা বলিতেছেন আমি জানি না দমনক করটক জানেন। সঞ্জীবক বলিতেছেন কি আছে কি না আছে জানেন। সিংহ হাসিয়া বলিতেছেন নেই বুঝি। সে বলিতেছে কেমন করিয়া এত মাংস তাহারা দুই জনায় খাইয়াছে। রাজা বলিতেছেন খান বিলান এই কর্ম্ম তাহারদের প্রতি দিন। সে বলিতেছে মহারাজ এ কি কথা কেমনে তাহারা আপনার অগোচরে এমত কর্ম্ম করেন। রাজা পুনর্ব্বার কহিতেছেন আমার অগোচরেই করেন। তখন সে বলিল ইহা উপযুক্ত নহে। সত্য এ উপযুক্ত নহে। তাহা উক্ত করিয়াছেন। ভর্ত্তার অগোচরে ভৃত্যের কোন কার্য্য কর্ত্তব্য নহে কেবল স্বামীর আপদে করিতে পারে। তিলকের

সহিত ওপমা দেওয়া যায় এমন যে অমাত্য তিনি যদি সকল গ্রহন করেন তবে কি ভাল তাহা নহে। সচ্ছ যে অমাত্য সে সদা শ্রেষ্ঠ আর কাকিনীরন্যায় বৃদ্ধি হয় এবং সে রাজার প্রানের প্রান। কুলাচারের অন্য সেবা করিবে না। দীনহীন যে পুরুষ সে কি আপনার স্ত্রী ত্যাগ করে তাহা নহে। অতি ব্যায় রাজ্যের প্রধান দোষ না দেখিয়া যে অতি ব্যায় করে ও অধর্ম্মেতে অর্জ্জন করে তাহার দুষ্টতা শীঘ্র। যে আয় না দেখিয়া শীঘ্র আপনার ইচ্ছায় ব্যায় করে সে যদি কুবের তুল্য হয় তবু তার ধন অল্প কালে ক্ষয় হয়। স্তব্ধকর্ন কহিতেছেন শুন ভাই আমি এক কথা তোমাকে কহি। তোমার আশ্রিত এই যে দমনক করটক সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যেতে থাকুন কদাচ ইহারদিগকে ধনাধিকারে নিযুক্ত কর্ত্তব্য নহে। অপর নিযোগ প্রস্তাবে যা

আমি শুনিয়াছি তাহা কহি। ব্রাহ্মন ক্ষেত্রিয় বন্ধু ইহারা অধিকারেতে প্রসংশিত নহেন। কেন ব্রাহ্মনের যে অর্থ সে সিদ্ধার্থই আছে তাহার লভ্য কষ্টে নহে। ক্ষত্রি দ্রব্যে নিযুক্ত হইলে সে অবশ্য খড়্গ দেখায়। বন্ধুকে বীনে নিযুক্ত করিলে তিনি সর্ব্বস্ব গ্রাস করেন জ্ঞাতির ন্যায়। যে অপরাধেই নিঃশঙ্ক সে স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া স্বচ্ছন্দে চলে। অধিকারস্থ যে উপকর্ত্তা সে আপন অপরাধ মানে না উপকার উপলক্ষ্য করিয়া সকল লোপ করে। যে অমাত্য বালককালাধি রাজার সহিত খেলা করে সে স্বয়ংই রাজা এবং সে ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজাকে অবজ্ঞা করে। অন্তর দুষ্ট যে ব্যক্তি সে নিশ্চয় সকল অনর্থ করে তাহার দৃষ্টান্ত শকুনি ও সকটা। সর্ব্বদা অমাত্যকে সাধীনা করিবে না এবং ধীনে ও নিযুক্ত করিবে না এই সিদ্ধ লোকে ব্র

আদেশ। কেন ইন যে তিনি চিত্তকে বিকার অনুমান প্রাপ্তি মাত্রে গ্রহন করে আর মন্দ দ্রব্য বদলাইয়া ভাল দ্রব্য লয়। উপেক্ষা বুদ্ধিহীন ভোক্তা এ সকল অমাত্যের দোষ। নিযোগী যে জন অর্থের নিমিত্ত রাজার মুখ দেখে তাকে প্রতিপত্তি প্রদান করে বিপর্য্যয় কর্ম্ম করে। অপীড়িত যে ব্যক্তি সে কখন শুষ্ক করিয়া বমন করে না। তেমনি দুষ্ট যে নিযোগী ব্যক্তি সে দুষ্ট ব্রনের ন্যায়। এই সকল কথা শুনিয়া সিংহ কহিতেছেন ইহার কথা আছে। এই যে দমনক করটক আমার কথা সর্ব্ব প্রকারে শুনে না। স্তব্ধকর্ণ কহিতেছেন এ সকল অনুচিত যে হেতু রাজার আজ্ঞা ভঙ্গ যে করে তাহাকে ত্যাগ করিবে স্বীয় স্ত্রী পুত্র যদি হয় তাহাকেও ত্যাগ করিবেক বিশেষ সেবক। স্তব্ধ যে ব্যক্তি তাহায় যশ নষ্ট হয় আর বিষমের মৈত্রী আর মন্দ

কর্ম্ম কারকের কুল ও অর্থকরের ধর্ম্ম আর দুষ্ঠীর বিদ্যা দুষ্ট অমাত্যে রাজার রাজ্য নাশ হয়। অপর. রাজা তস্কর ও অমাত্য ও শত্রু ও অন্য রাজা ও নিজ লোভ হইতে প্রজার দিগকে পিতার ন্যায় রক্ষা করিবে। তাইহে আমি যাহা বলি তাহা কর আমরা স্বয়ং আহার করিতে পারি কিন্তু এই যে শস্য ভক্ষক সঞ্জীবক ইহাকে ধনাধিকারে নিযুক্ত কর। তাহার বচন ক্রমেতে পিঙ্গলক সকল বন্ধু ত্যাগ করিয়া সঞ্জীবকের সহিত অত্যন্ত স্নেহেতে প্রীতি করিলেন ও সকল অর্থাধিকারে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন তুমি যাহা করিবা তাহাই হবেক। এই প্রকারে কতক কাল যায় তারপর অনুজীবিরদের আহার দানেতে কিছু কম দেখিয়া দমনক করটক চিন্তা করিতে লাগিলেন। দমনক করটককে কহিতেছেন ওহে বন্ধু এখন কি কর্ত্তব্য। এতো আমারদের নিজ দোষ দেখ

আমরা ওহাকে আনিয়া মিলাইয়া দিলাম কিন্তু ঐ বেটা আমারদের শত্রু হইল এখন আপনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া আর আমারদের পানে তাকায় না তা যাহা হওক যাইতেও পাই না কি করিব কৃত দোষের পরিচ্ছেবনা করা অনুচিত। তাহা কহিয়াছেন। স্বর্ণরেখাকে স্পর্শ করিয়া দুতিকা আপনাকে বদ্ধ করিয়া সাধু বেতালের মনি ছুইয়া ইহারা সকল আপন দোষেতে দুঃখিত হইলেন। করটক জিজ্ঞাসা করিতেছেন সে কি। সে কহিতেছে।

কাঞ্চনপুর নাম্নি নগরে বীরবিক্রম নামেতে রাজা আছেন সেই রাজার ধর্ম্মাধিকারেতে কোন নাপিতকে বধ্য ভূমিতে রাজার নিকট আনিয়াছে ও কন্দর্পকেতু নামেতে পরিব্রাজ কহে ও। দ্বিতীয় সাপু অকস্মাৎ আসিয়া তার

অঞ্চলে ধরিয়া বলিতেছে এ বধ্য নহে। রাজা কহিতেছেন কি এ বধ্য নহে। সে কহিতেছে শুন মহারাজ স্বর্নরেখা স্পর্শ করিয়া আমি যে ফল পাইয়াছিলাম তাহা কহি। তিনি বলিলেন কি কহ। সে পরিব্রাজক বলিতে লাগিল।——

আমি দেখিয়াছি সিংহলদ্বীপে চিমুতকেতু রাজার পুত্র কন্দর্পকেতু নামেতে তিনি এক দিন কেলি কাননে ছিলেন ইতিমধ্যে এক নাবিক আমাকে কহিল এই যে সমুদ্রের মধ্যে প্রতি চতুর্দ্দশীতে কল্পতরুতলে রত্নাবলী কিরন খাটের ওপরে সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা লক্ষ্মীর ন্যায় কোন কন্যাকে বীনা বাজাইতে দেখিয়াছি এই কথা আমি শ্রবন করিয়া তাহাকে কহিলাম যে তুই আমাকে দেখাইতে পারিস সে বলিল হাঁ মহাশয় যদি তুমি যাও

তবে আমি পারি। তারপর এক দিন তাহার নৌকায় আরোহন করিয়া সেখানে গেলাম অনন্তর সেই স্থানে গিয়া ঘাটের উপরে অর্দ্ধ মগ্না তাহাকে তেমনি দেখিলাম তারপর সে সখির সহিত সমুদ্রের মধ্যে অদৃশ্যা হইল। তদনন্তরে আমি ও তাহার লাবন্য দেখিলে অত্যন্ত চঞ্চল মনে তাহার পশ্চাৎ সমুদ্র মধ্যে ঝাঁপ দিলাম তদনন্তর কনক পত্তন পাইয়া সুবর্ণের প্রায় ঘরে তেমনি ঘাটের উপর বিদ্যা ধরীরা উপলক্ষীতা বসিয়া আছে আমি দেখি লাম তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া সখিকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে সে সখি আমার কথাক্রমে বলিতে লাগিল এই কন্দর্প কেলী নামেতে বিদ্যাধির চক্রবর্ত্তীর পুত্রী রত্ন মঞ্জরী ইহার নাম তোমার সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিবেন এই ইচ্ছা তাহার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত হর্ষ হইয়া থাকিলাম। এই প্রকার

কতক দিন যায় এক দিন হাসিতেং সে বলিল
স্বামী ইচ্ছাক্রমেতে এই সকল উপভোগ করিবা
কিন্তু এই যে চিত্রগীতা স্বর্নরেখা নাম বিদ্যাধ
রীকে কখন স্পর্শ করিবা না পশ্চাৎ কৌতুক
ক্রমে আমি সেই স্বর্ন রেখার স্তন স্পর্শ করিলাম
স্পর্শ মাত্রে সেই চিত্রগীতা আমাকে নাথি
মারিলেক তাহার নাথির ঘায়েতে সৌরাষ্ট্রে
পড়িলাম। তারপর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া
সকল পৃথিবীর উপর ভ্রমন করিতেং এই নগরী
পাইলাম সন্ধ্যা সময়ে এক গোপের গৃহে
শুইয়া দেখি যে গোপ গরু লইয়া আসিল ইতি
মধ্যে সেই গোপের স্ত্রীকে সে এক দূতীর
সহিত মন্ত্রনা করিতে দেখিয়া তাহাকে কথক
গুনা মারি মারিয়া এক স্তম্ভে বন্ধন করিয়া
শয়ন করিল তারপর অর্দ্ধ রাত্রে ঐ দূতী
নাপিতের বধূ পুনর্ব্বার গোপীর কাছে আসিয়া
বলিতেছে। তাহার কন্দর্প বানেতে প্রান বিয়োগ

হইতেছে অতএব তুমি এই কর্ম্ম করহ আমাকে এই স্থানে বন্ধ করিয়া রাখিয়া তুমি তাহার সন্তোষ জন্মাইয়া শীঘ্র আইসহগা। তাহার কথাক্রমেতে সে গোপী তাহাকে বন্ধন করিয়া গুপপতির নিকটে গেল তাহার পর কিঞ্চিত কাল ব্যাজে গোপ উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল কিন্তু ও কিছু প্রত্যুত্তর দেয় না তখন উহার প্রত্যুত্তর না পাইলে অত্যন্ত ক্রোধ মনে সেই গোপ বলিতেছে হাঁলো হারামজাদী তুই অহঙ্কারে আমার সহিত কথা কহিস না রহিস তোর নাসিকা কাটিতেছি ইহাই বলিয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার যেমন ছিল তেমনি শয়ন করিয়া নিদ্রাগত হইল। তদনন্তরে সে গোপী আসিয়া দুতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কি সমাচার। দুতী কহিতেছে আমার সম্মুখে দেখ আগে তাহার পর কথা কহিব এই দেখহ তোমার স্বামী

আমার নাসিকা কাটিয়া ফেলাইয়াছে এখন আমি কি বলিয়া বাটী যাইব আমার স্বামী কি বলিবে আমি কেমন করিয়া লোকের নিকট মুখ দেখাইব এই প্রকার নানান কথা কহিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। গোপী বলিতেছে ভাই আমি কি করিব তুমি আমাকে পাঠাইলা আমার দ্বারা কি আমাকে বান্ধিয়া থুইয়া যাও। তখন দূতী কি করিবেন আপন কাটা নাসিকা লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল। প্রাতঃকালে নাপিতের স্থানে দর্পন যাচঞা করিলেন তাহার পর নাপিত ক্ষুর ভাণ্ড পাইয়া ওপঘাত কোপেতে দূর হইতে ঘরের মধ্যে ক্ষুর ফেলাইয়া দিলেন তাহা করিলে ঐ নাপিত ক্ষুর লইয়া নাসিকার উপরে রাখিয়া কহিতেছে। দেখ বিনা অপরাধে আমার নাসিকা ছেদন করিলা ভাল ঈশ্বর থাকেন যদি তবে তাহার ফল সপ্তাহের মধ্যে পাইবা। এই প্রকারে নানান ধর্ম্ম দেখাইতে

লাগিল এবং রাজার কাছে নালিষ করিয়া লইয়া গেল। এদিগে সেই গোপী গোপকে জাগাইয়া কহিতেছে অরে গোপঃ কে আমাকে মহা সতী বলিয়া না জানে আমার সকল ব্যবহার নির্দ্দোষ ইহা অষ্ট লোক পালেতে জানে। যে হেতুক সূর্য্য চন্দ্র অনিল আনল স্বর্গ মর্ত্য হৃদয় যম রাত্র দিবা সন্ধ্যা হইতেছে ঈশ্বর সকল লোকের অন্তঃকরণ জানেন। যে আমি পরম সতী হই তবে ইহার ফল পাইবি। আমি তোকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষ জানি না। সে হেতুক আমার যে এই কাটা নাসিকা অচ্ছিন্ন হওক আমি তোমাকে ভস্ম করিতে পারি কিন্তু তুই স্বামী কি বলিব লোক ভয় করি তা নহিলে এখনি তোকে ভস্ম করিতাম ওঠিয়া আমার মুখ দেখ। তারপর ঐ গোপ প্রদীপ জ্বালিয়া দেখে যাহা কহিতেছে তাহা সত্য বটে যেমন নাসিকা তেমনি দেখি

তেছি। তাহা দেখিয়া গোপ অত্যন্ত ভয়াকুলে তাহার চরণে ধরিয়া বলিতেছে আমার বড় অপরাধ হইয়াছে আমি তোমাকে চিনি না আমার সহস্র অপরাধ হইয়াছে তুমি আমাকে রক্ষা কর। এই সকল বৃত্তান্ত রাজা শুনিয়া সেই গোপী ও দূতীকে গ্রামের বাহির করিয়া দিলেন নাপিত আপন গৃহে গেলেন।

আর ইনি ও সাধু সে বৃত্তান্ত কহি ইনি দ্বাদশ বর্ষ আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া এই নগরী পাইয়াছেন এখানে এক বেশ্যার গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন সেই বেশ্যার গৃহের দ্বার স্থাপিত এক কাষ্ঠ ঘটিত বেতালের মস্তকে উৎকৃষ্ট এক মণি আছে সেখানে এই লুব্ধ সাধু রাত্রে উঠিয়া ঐ রত্ন লইতে যত্ন করিতেছেন। তখন সেই বেতাল সূত্র সঞ্চারিৎ রশ্মি দিয়া আকর্ষণ করিল তাহার

পীড়াতে আৰ্ত্তনাদ করিয়া ওঠিল পশ্চাৎ কুট্টনী ওঠিয়া বলিতেছে। তুমি তাহার রত্ন পরিত্যাগ করিয়া দেহ যদি তাহা না কর তবে সে ছাড়িবে না। তাহার কথা মতে ওনি তাহাকে রত্ন ফিরে দিলেন। যে প্রকারে এই সৰ্ব্বস্ব অপহরণ কৰ্ত্তা আমারদের কাছে আসিয়া মিনিয়াছে তেমনি ওহাকে রাজার কাছে দেহ। এ সকল কথা রাজা শ্রবণ করিয়া বিচার করিলেন। এ জন্য আমি বলি স্বর্ণ রেখার স্বর্ণের বিষয় স্মরণ করিলে এই দোষ। এখন বিলাপ করা ওচিৎ নহে বলিয়া ক্ষনকাল চিন্তা করে বলিতেছেন।—

মিত্রহে আমি এ দুই জনার সৌহার্দ্দ যে প্রকারে ভেদ হয় তাহা করিব। অতি কুশল যে ব্যক্তি সে অতথ্য কৰ্ম্মকেও তথ্য করে। ওৎপন্ন কাৰ্য্যে যাহার মতি নাশ না হয় সে

দুর্গ হইতে অবশ্য নিস্তার পায়। যেমন গোপী দুই উপপতি হইতে নিস্তার হইল। করটক জিজ্ঞাসা করিতেছে এ কি। সে কহিতেছে।———

দ্বারবতী পুরীতে এক গোপ আছে সেই গোপের স্ত্রী নষ্টা। সে এক দিন দণ্ডনায় কের পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। তাহা শুক্র করিয়াছেন। যেমন অগ্নিতে যত কাষ্ঠ দেহ তাহার তৃপ্তি নাহি ও সমুদ্রে যত যায় তাহার তৃপ্তি নাহি এবং যম সকল প্রাণীকে লইলে ও তাহার তৃপ্তি নাহি তেমনি নষ্টা স্ত্রী লোকের পুরুষে তৃপ্তি হয় না। অন্য প্রকার নানানেতে মানেতে ও দানেতে ও সেবাতে ও মন্ত্রেতে ও শাস্ত্রেতে কোন মতেই বিষমা স্ত্রীর সন্তোষ নহে। মাতা কি স্বসা দুহিতা কাহাক অনুরক্ত নহে। ইতিমধ্যে

দণ্ডনায়ক ও তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে আইল তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার পুত্রকে এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবর্ত্ত হইল। অনন্তর সেই গোপীর স্বামীকে গোষ্ঠ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাকে দেখিয়া গোপী দণ্ডনায়ক কে কহিতে লাগিল তুমি এক দণ্ড লইয়া ক্রোধের ন্যায় দেখাইয়া শীঘ্র বাহির হওগা। তাহা করিতেং গোপ গৃহে আসিয়া ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কি কার্য্যে দণ্ডনায়ক এখানে আসিয়াছিল। গোপী বলিতেছে ও কে জানে কি জন্য তাহার পুত্রের ওপর ক্রোধ হইয়া তাহাকে মারিতে আসিয়াছিল সে আমার ঘরে লুকাইয়া রহিয়াছে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম আমি জানি না আমার এখানে আসে নাই। এই কথা শুনিলে এ দিক ও দিক দেখিয়া বকিতেং ক্রোধেতে বাহিরাইয়া গেল।

ঐ দেখ তাহার পুত্র দ্বারে লুকাইয়া রহিয়াছে ইহা বলিয়া তাহার পুত্রকে বাহির করিয়া দেখাইলে। গোপ ভেকুয়ার ন্যায় দেখিয়া থাকিল। অতএব আমি বলি কার্য্যে যাহার উৎপন্ন বুদ্ধি তাহার কখন বিনাশ নাহি।—

করটক বলিলেন এমত হউক। কিন্তু ও দুই জনে পরস্পর অত্যন্ত স্নেহ হইয়াছে তুমি কিমতে ভেদ করিতে শক্ত হইবা। সে বলিতেছে উপায় করহ। তেমন কহিয়াছেন উপায়ে যাহা না পারে তাহা পরাক্রমে হয় না। যেমন কাকী কনক সূত্রেতে কালসর্পকে নিপাত করিল। করটক জিজ্ঞাসা করিতেছেন সে কি। দমনক বলিতেছে।————

কোন তরুর উপর বায়স দম্পতী বাস করে। সেই বৃক্ষের কোটরে এক কৃষ্ণ সর্প তিনি এ

থাকেন। সেই সর্পতে ঐ কাকে যখন ডিম্ব করে তখনি খাইয়া ফেলে। তারপর বায়সী পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইলে স্বামীকে কহিতেছে। হেনাথ তুমি এ তরু ত্যাগ কর তাহা না করিলে দেখ এই সর্প বারং আমারদের অপত্য নষ্ট করে। এ বারো খাইয়া ফেলিবে। শুন দুষ্টা স্ত্রী শঠ মিত্র উত্তরদায়ক ভৃত্য সসর্প গৃহে বাস করিলে মৃত্যুর সংশয় নাহি। বায়স বলিতেছে প্রিয়ে ভয় করিবা না। আমি বারং তাহার অপরাধ সহিয়াছি এখন আর পুনর্ব্বার ক্ষমা করিব না। বায়সী বলিতেছে শুনদেকি প্রিয় ও অত্যন্ত বলবান তুমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবা। সে বলিতেছে বসে থাক তুমি কিছু ভয় করিও না। যে হেতুক বুদ্ধি যাহার বল তাহার অবোধের বল কোথায় শুনিয়াছ। দেখ যেমন মদোন্মত্ত সিংহকে এক শশকে নিপাত করিল।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেছেন সে কেমন।
বায়স কহিতে লাগিল।———

মন্দার নাম পর্ব্বতে দুর্দ্দান্ত নামেতে এক সিংহ থাকে সেই সিংহ সর্ব্বদা অন্য পশুর দিগকে বধ করে। তারপর এক দিবস সকল পশু মিলিয়া সিংহের কাছে নিবেদন করিল। হে মৃগেন্দ্র কি কারন আপনি সমুদায় পশুকে এক কালে বধ করেন যদি আপনি সদয় হয়েন তবে আপনি মহাপ্রসাদ আমারদিগকে দেওন আমারা প্রত্যহ মহাশয়কে একং পশু আনিয়া দিব। তাহা শুবন করিয়া সিংহ বলিলেন আচ্ছা যদি ইহাতে তোমারদের ভাল হয় তবে তাহা কর। সে দিবস হইতে একং পশু প্রত্যহ তাহার কাছে যায় তিনি সুন্দর ভোজন করেন এমতে কতক দিবস গত হয়। কদাচিত এক বৃদ্ধ শশক তাহার বার উপস্থিত

হইলে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন ত্রাস হেতু বিনয় করে জীবনের নিমিত্ত যদি আমি মরিব তবে সিংহের বিনয়েতে আমার কি করিবে। ইহা বলিয়া সে অল্প২ গমন করিতে লাগিলেন। ভাল দেখি কি করিতে পারি আর ক্রোধ করিয়া কি করিতে পারে এমনেও মরিব অমনেও মরিব তবে কি কারন সকালে যাব। এই মনে বিবেচনা করিতে২ চলিয়াছেন বেলা দুই পুহর অতীত হইয়া গেল সিংহ ক্ষুধায় বড় পীড়িত হইয়াছে দেখে যে শশক আসিতেছে। উহাকে দেখে জ্বলে গেল বলিতেছে হাঁরে বেটা দেখ দিকি এত বেলা হইল এখন দেখা নহে তুই যে বড় অল্পে২ আসিতেছিস। তখন সকল বেটানি এক যোগ হইয়া করার করিয়া গেল এখন দেখ কোন বেটা আর আসিতে চাহে না থাক আজি সমস্তকে বিনাশ করিব এদিগে আয় ঢেটা বেটা কেন মরনের বড় ভয়

হইয়াছে। আর ভয় করিলে কি হবে। সে বলিতেছে মহাশয় আমার কিছু অপরাধ নাহি আর এক সিংহ পথে বলে ধরিয়াছিল আমি তাহার কাছে কিরা করিয়া আসিয়াছি যে আমি পুনর্ব্বার তোমার কাছে আসিব। ইহাই বলিয়া স্বামীকে নিবেদন করিতে আসিলাম এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর। সিংহ কোপেতে কহিতেছেন শীঘ্র চল আমাকে দেখাইয়া দেও কোথায় আছে সে দুরাত্মা। তারপর শশক তাহাকে এক গভীর কূপের কাছে লইয়া গিয়া বলিতেছে মহাশয় ঐ দেখ। তাহার কথাক্রমে সিংহ আপনার ছায়া দেখে অত্যন্ত মত্ত হইয়া ডাক ডোক ছাড়িয়া তাহার ওপর ঝাঁপ দিয়া পড়িলে মরিয়া গেল। অতএব আমি বলি বুদ্ধি যাহার বল তাহার এই। ———

বায়সী কহিতেছেন এ সকল শুনিলাম কিন্তু এখন কি উপায় করহ। সে বলিতেছে। এই নিকট সরোবরে রাজপুত্র স্নান করিতে আসিবেন অতএব সেই কালে তাহার কণ্ঠস্থিত কনক সুত্র আনিয়া ঐ সর্পের কোটরে ফেলিয়া দিব তবে সে মারিবেক। তদনন্তর কদাচিৎ এক দিবস রাজপুত্র জলে স্নান করিতে নামিলে কাকী তাহার হার লইয়া ঐ সর্পের কোটরে ফেলে দিলেক। তখন রাজপুত্র সর্প দেখিয়া বিনাশ করিল। অতএব আমি বলি উপায়ে যাহা না হয় তাহা পরাক্রমে করে না। করটক কহিতেছেন যদি এমত করিতে পারহ তবে তুমি যাও পথে তোমার কুশল হওক।——

তারপর দমনক পিঙ্গলকের নিকট যাইয়া প্রনাম করিয়া কহিতেছেন দেব আমি

তোমার কল্যানের নিমিত্ত আইলাম। আপদে যে গুলটা পথে গমন করে ও কার্য্য কালেতেও কিন্তু হিতাশী যে ব্যক্তি সে কল্যান বচন বলিবেক তবে সে শুনুক কি না শুনুক। রাজা ভোগের ভাগী কার্য্যের ভাগী সে কখন নহে। মন্ত্রীর দোষেতে রাজার বিনাশ হয়। পিঙ্গলক সাদরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তুমি কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ। দেব সঞ্জীবক তোমার ওপর অমঙ্গল করিতে ওপস্থিত হইয়াছে। তথাচ আমারদের নিকটে আপনকাকে পরাজয় করিয়া রাজ্য লইতে ইচ্ছা করে। এই কথা শুনিয়া পিঙ্গলক আশ্চর্য্যের ন্যায় চুপ করে থাকিলেন। দমনক পুনর্ব্বার কহিতেছেন মহারাজ তুমি সকল অমাত্য ত্যাগ করিয়া এক জনকে সকল অধিকারের কর্ত্তা করিয়াছেন সে অতি দোষ। অপর রাজা যদি অমাত্যকে সকল রাজ্যর কর্ত্তা করেন তবে সে মন্ত্রী অহঙ্কার যুক্ত হয়। ও

আলস্য করিয়া সকল ভেদ করে। এবং দরিদ্রের যদি হীন হয় তবে তাহার ইচ্ছা স্বতন্ত্র হয় স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইলে রাজার প্রাণান্তক হয়। অন্য প্রকার বিষ দগ্ধ অন্ন আর লড়াদন্ত আর দুষ্ট অমাত্য ইহারদের মূল সহিত নাশ করিবে। বিশেষ সিদ্ধ লোকের এই আদেশ সর্ব্বদা অমাত্যকে সাহিনা করিবেক না ও সকল সম্পদেও নিযুক্ত করিবেক না। হীন হইলেই অবশ্য তাহার চিত্তে বিকার হয়। এমন পুরুষ নাই যে পরস্ত্রী ও হীন দেখিয়া ইচ্ছা করে না। এই কথা সিংহ শুনিয়া বলিতেছেন যদি এমন হয় তবু সঞ্জীবকের সহিত বড় প্রণয় আমি তাহার মন্দ করিতে চাহি না যে প্রিয় সে যদি বালিক হয় তবু সে প্রিয়। অশেষ দোষ দুষ্ট যে মানুষ তাহার স্বামী যদিত প্রিয় করে তবু সে প্রিয় শুনদেখি পোড়া ঘরের মধ্যে কি আগুনের মর্য্যাদা করে না। দমনক পুনর্ব্বার

কহিতেছেন দেব সেও অতি দোষ যে রাজা
সর্ব্বদা সুতে অমাত্যে ঔদাসীনে দৃষ্টি করে
সেই লক্ষ্মী আশ্রিত। শুন মহা রাজ।
অপ্রিয়র যে পথ্য পরিনামদর্শী বক্তা সুধাবহ
শ্রোতা যেখানে আছে সেই স্থানে লক্ষ্মী ক্রীড়া
করেন। তুমি প্রাচীন ভৃত্য পরিত্যাগ করিয়া
আগন্তুকের পুরষ্কার করিতেছ এ অতি
অনুচিত যে হেতুক মূল ভৃত্য পরিত্যাগ করিয়া
আগন্তুককে প্রতিপালন কদাচ কর্ত্তব্য নহে
তাহার বাড়া আর দোষ নাহি। তাহার প্রতি
পালন করিলে অবশ্য রাজ্য ভেদ করে। সিংহ
কহিতেছেন এ কি আশ্চর্য্য আমি যে হেতুক
অভয় দান দিলাম প্রীতি বৃদ্ধির নিমিত্ত ও তবে
কি কারন আমার মন্দ করিবেক। সে কহিতেছে
মহা রাজ দুর্জ্জনের নিত্য সেবা করিলেও সে
সজ্জন হয় না সে কি দৃশ যেমন কুক্কুরের পুচ্ছ
স্বেদাদি করিলে তাহা কখন সরল হয় না।

স্বেদ করে আর মর্দন করিয়া ও দড়ি দিয়া যদি বেষ্টিত করিয়া রাখে তারপর দ্বাদশ বৎসর পরে খুলিয়া দিলে তেমনি হয়। যদি সহস্র সন্মান খলের কর তবে তাহার প্রীতি কোথায় সে কেমন যেমন অমৃতে সেবা করিলে বিষ বৃক্ষের ফল কখন ভক্ষ্য নহে। অতএব আমি বলি। যাহার পরাভব ইচ্ছা করে না সে যদি কথা না মানে তথাপি তাহার হিত বলিবেক এই সতের ধর্ম্ম ইহার অন্য প্রকার হইলে বিপরিত। তাহা কহিয়াছেন সেই পুরুষ যে অকুশল নিবারন করে। সেই কর্ম্ম যে নির্ম্মল সেই স্ত্রী যে বসিভুতা ও সেইমতি মান যে সাধু কর্তৃক পুজনীয় সেই ভাগ্যবান যাহার অহঙ্কার নাই ও সেই সুখী যাহার আকাঙ্খা নাহি এবং সেই মিত্র যার যাৎসল্য নাই ও সেই পুরুষ যে ইন্দ্রিয়ের বসিভুত নহে। যদি সঞ্জীবকের বিষয় মহারাজাকে জ্ঞাত

ছুরাইলে ও নিবর্ত্ত না হয়েন তবে আমারদের দোষ কিছু নাই। আমরা কহিয়া খালাস পশ্চাৎ আমারদিগকে কিছু বলিতে পারিবেন না তাহার বল শক্ত যে নৃপ সে কার্য্য গণনা করে না ও স্বচ্ছন্দে যে সে যথেষ্ট হিত গণনা করে না সে কেমন যেমন মত্ত গজ। কিন্তু যখন মান হইতে শোকের বশে পড়েন তখন আপন দোষ না গণনা করিয়া ভৃত্যের দোষ দেন বলেন ঐ বেটা হইতে ইহা হইল আমি বলিয়া খালাস। অতএব মহারাজার যাহা অভিরুচি তাহা করুন। এক জনার অপরাধেতে অন্যের দণ্ড কর্ত্তব্য নহে। পিঙ্গলক কহিতেছে আপনি অপগত হইয়া দণ্ড করিবার হয় দণ্ড করিবে ও পূজা করিবার হয় পূজা করিবে। তাহা কহিয়াছেন গুণ দোষ নিশ্চিত করিয়া অনুগ্রহ নিগ্রহ কর্ত্তব্য। যেমন আপনার নাশের নিমিত্ত ও অহঙ্কারেতে সর্পের মুখে

কর দেয় তুমি প্রকাশ করিয়া কহ সঞ্জীবকের কি দোষ। দমনক সম্ভ্রমে কহিতেছেন মহারাজ এমন নহে এ গোপনের কথা তাহা কহি মন্ত্র বীজ যেখানে সেখানে কহা কর্ত্তব্য নহে একবার ভেদ করিবে না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুদ্ধ মন্ত্রনা সে অপণ্ডিতের নিকট যুদ্ধের ন্যায়। পর হইতে যে ভেদ শঙ্কা তাহা চিরকাল সহন ও রাখন কর্ত্তব্য নহে দোষী জানিয়া তাহার ব্যবহার করা অতি অনুচিত। যেমন একবার দুষ্ট জানিয়া যদি পুনর্ব্বার তাহাকে রাখিতে ইচ্ছা করেন তিনি মৃত্যু ইচ্ছা করেন। যেমন অশ্ব তরীর গর্ভ গ্রহন করন। অন্তর দুষ্ট যে জন সে অবশ্য সকল অনর্থ করে। যেমন শকুনী আর শকট। সিংহ কহিতেছে তুমি জ্ঞাত হইয়াছ ও আমারদের কি করিতে পারে। সে কহিতেছে মহারাজ অংশাংশি ভাব না জানিয়া সামর্থ্য নির্ণয় কি করে।

দেয় টিট্টিভ পক্ষী যে সে সমুদ্রকে ব্যাকুল করিলেক। সিংহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন সে কি। দমনক কহিতেছে।———

দক্ষিন সমুদ্রের তীরে এক টিট্টীভ টিট্টীভী বাস করেন সেইখানে গর্ব্ভবতী টিট্টীভী প্রসব কাল নিকট হইলে স্বামীকে কহিতেছে। হেনাথ প্রসব যোগ্য নিভৃত স্থান চেষ্টা করহ। টিট্টিভ কহিতেছে ভার্য্যা সম্প্রতিক এই স্থান আর কোথা চেষ্টা করিব। সে কহিতেছে এ স্থানে সমুদ্রের ঢেও আইসে অতএব কিমতে এখানে প্রসব হব। পুনর্ব্বার টিট্টীভ কহিতেছেন হাঁ সমুদ্র হইতে আমরা দূর আছি অতএব কি কারন সমুদ্র আমারদিগকে নিগ্রহ করিবেন। সে হাঁসিয়া স্বামীকে কহিতেছে তুমি সমুদ্র হইতে যহত দূর নহ। টিট্টীভ কহিতেছে আত্ম দুঃখ পরিত্যাগ করিতে আমি যোগ্য বটি কি নহি তাহা কেমনে

জানিব তবে যদি হয় তবে কৃপ্ণেতে কিছু হয় না। তারপর স্বামীর বচন ক্রমেতে সেইখানে প্রসব হইল। তাহা সকল শুনিয়া সমুদ্র তাহার শক্তি জানিবার নিমিত্ত এক ঢেওতে সকল ডিম্ব লইলেন। তদনন্তর টিট্টীভী শোকার্ত্ত হইয়া স্বামীকে কহিতেছেন ওহে নাথ এই দেখ সমুদ্র আমার সকল ডিম্ব নষ্ট করিলেক। সে কহিতেছে প্রিয়ে ভয় করিও না আমার সামর্থ্য একবার দেখ। পরে সকল পক্ষীর নিকট নিবেদন করিল দেখ আপনারা থাকিতে আমার সকল অণ্ড সমুদ্রে হরন করিল। তখন সকল পক্ষীরা কহিল শুন আমরা সমুদ্রের সহিত যুদ্ধ করি এমত সামর্থ্য আমারদের কি আছে কিন্তু ইহার উপায় এই চল সর্ব্বারম্ভে গরুড়কে জ্ঞাত করাই যাইয়া। এই পরামর্শ করিয়া পক্ষীরা তাহাকে সঙ্গে লইয়া গরুড়ের

কাছে জ্ঞাত করাইলেন তিনিও সকলকে দুঃখী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন আমার সামর্থ্য হইবে না যুদ্ধ করিতে ইহার কি কর্ত্তব্য অতএব ভগবান নারায়ন প্রভুকে নিবেদন করি। এই মনেং চিন্তা করিয়া সকল পক্ষীরদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই প্রভু নারায়ন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তাকে নিবেদন করিলেন শুনুন প্রভু আর আমারদের পৃথিবীর ওপর বাস করা হইল না আমরা চরিব এক স্থানে বাস করিব আর এক স্থানে এমত হইলে কি রূপে চলিবে। দেখ সমুদ্র আমারদের সকল ডিম্ব লইল অতএব ইহার যে কর্ত্তব্য হয় করুন। তখন ভগবান প্রভু তাহারদের ওক্তি শুনিয়া গরুড় আরোহনে সমুদ্রের নিকট আসিয়া বলিতেছেন সমুদ্র তুমি টিট্টীভের ডিম্বপুত্র যে লইয়াছ তাহা সকল দেহ নতুবা তোমার সর্ব্বনাশ করিব। ভগবান যদি এ কথা কহিলেন

তাহা শুনিয়া সমুদ্র চিন্তিত হইলেন আর কি অতঃপর বিনাশ হইলাম হায় কেন এমন দুস্কর্ম্ম করিয়াছিলাম ইহা ভাবিয়া সকল অণ্ড গুলি ফিরিয়া দিলেন। তখন সকল পক্ষীরা ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অতএব আমি বলি অংশাংশি ভাব না জানিয়া সামর্থ্য নির্ণয়ে কি করে।——

রাজা কহিতেছেন কেমনে জানিবা যে ও মন্দ বুদ্ধি। দমনক কহিতেছেন যখন ও অহঙ্কারে মাথা ও নেজ ঘুরাইয়া আইসে তখন জানিবে। স্বামীকে ইহা কহিয়া সঞ্জীবকের নিকটে গেল। সেখানে গিয়া মন্দং বিস্মিতের ন্যায় আপনাকে দেখাইতেছেন। সঞ্জীবক সাদরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভদ্র তোমার কুশল সে কহিতেছে অনুজীবির কোথায় কুশল যে হেতুক যাহার সম্পত্য পরাধীন তার চিত্ত সদা অনির্বির্ত্ত

বিশেষ যে রাজার আশ্রিত তাহার আপনার জীবনেও অবিশ্বাস। অন্য প্রকার কে অর্থ পাইয়া গর্ব্বিত না হয় আর বিষয়ীর আপদ অস্ত গত আর স্ত্রী কর্তৃক কার মন চঞ্চল না হয় রাজার প্রিয় কোন কেহ নহে আর ও যমের হাতে কে না যায় ও কোন অর্থী গৌরবকে না পায় আর কোন জন দুর্জ্জনের জালে পড়িয়া কুশলে যায়। সঞ্জীবক কহিতেছে সখে প্রকাশ করিয়া কহ সে কহিতেছে কি বলিব মন্দ ভাগ্য দেখ সমুদ্রে পড়িয়া সর্প অবলম্বন করিয়াছি এখন ত্যাগ করিতে ও পারি না গ্রহন করিতে ও পারি না। কেন যদি ত্যাগ করি তবে ডুবিয়া মরি ও গ্রহন করিলেও সর্পে কামড়ায়। অতএব কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না একেবারে রাজার বিশ্বাস নষ্ট হয়। অন্য প্রকার বান্ধব নষ্ট হয়। কি করিব কোথায় যাইব দুঃখ সাগরে পড়িয়াছি। ইহাই বলে

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসিলেন। সঞ্জীবক কহিতেছে তুমি কৃতজ্ঞ তোমার মনগত কি স্পষ্ট করিয়া কহ। দমনক চুপ করিয়া কহিতেছে যদ্যপি রাজার বিশ্বাসী কথা কহিবার নহে তথাপি তুমি আমারদের প্রত্যয়েতে আসিয়াছ সে হেতুক পরিণাম দর্শী যে আমি অবশ্য তোমার হিত কহিব। শুন এই যে স্বামী তোমার উপর বিকৃত বুদ্ধি তাহা কহিতে চমৎকার বলিতেছেন কি সঞ্জীবককে নষ্ট করিয়া সকল গোষ্ঠীর আহার হবেক। এ কথা শুনিয়া সঞ্জীবক পরম বিষাদ যুক্ত হইলেন। দমনক পুনর্ব্বার কহিতেছেন বৃথা বিষাদে কি ফল এখনকার যে বিবেচনা হয় তাহাই করহ। তিনি ক্ষনকাল চিন্তা করিয়া এই বলিতে লাগিলেন। যেমন দুর্জ্জন নারী প্রায় মন্দ গতি করে তেমনি দুর্জ্জন রাজা ও তেমনি দুর্জ্জনের চেষ্টা ও ব্যবহার কি তাহা জানিতে পারিলাম

না। এ কি অবাধ্যমান নৃপতি প্রযত্নেতে ও তোষ হয় না এ কি আশ্চর্য্য আমি যার সেবা অপূর্ব্ব প্রতিমার ন্যায় করিলাম সে আমার শত্রু হইল ইহার ভাব কিছু বুঝিতে পারি না। নিমিত্ত উদ্দেশ করিয়া যে কোপ করে তার অপগম অবশ্য হয় যে অকারন দ্বেষ করে তার মন কোন প্রকারে তোষা যায় না বল দেখি আমি রাজার কি অপকার করিয়াছি। দমনক বলিতেছেন তুমি রাজার কিছু অপকার কর নাই এমত শুন দ্বেষীর বিজ্ঞ করনক যে উপকার সে দ্বেষ ভাবে আর পণ্ডিতের অপকার করিলে ও সে প্রীতি ভাবে। অতএব যেমন যোগীর নিবিড় গহন অগম্য তেমনি খলের অন্তঃকরন অবুধ্য। অন্য প্রকার অসতেতে শত উপকার করিলে ও তা নষ্ট হয় শত ভাল বাক্য কহিলে নষ্ট শত বচন অবচন কারকে শত বুদ্ধি অজ্ঞানে নষ্ট কিন্তু চন্দন তরুতে সর্প ও জলে

পদ্ম সেখানে কুম্ভীর তেমনি খল যে গুন ঘাতি সুখ ভোগী। এই স্বামী তেমনি জানিও মধুর কথা কিন্তু হৃদয়ে বিষ যে হেতুক দূর হইতে দেখিয়া হস্ত প্রশার করে আসন হইতে অর্দ্ধেক ওঠেন ও বড় আলিঙ্গন করেন তারপর প্রিয় কথা আদরে জিজ্ঞাসে অন্তরে নিগূড় বিষ বাহিরে মধুময় অতি মায়া পটুর ন্যায়। এমন যে ব্যক্তি সে অবশ্য দুর্জ্জন। তথাপি দেখ নির্ব্বাতে ব্যাজন মদান্ধ হস্তির অহঙ্কার শান্তি করিবার নিমিত্ত অঙ্কুশ দুস্তরবারি তরনে ভেলা অন্ধকারাগারে প্রদীপ এ প্রকার ওপায় পৃথিবীর মধ্যে বিধাতা না করিয়াছেন এমত কিছুই নাই সকলি করিয়াছেন কিন্তু দুর্জ্জন চিত্ত বৃত্তি হরনে বিধাতা যে তিনিও ভগ্নোদ্দম হইয়াছেন। সঞ্জীবক পুনর্ব্বার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেছে ওহে বড় আপদ হইল আমি শস্য ভক্ষক কি কারন সিংহ আমাকে নিপাত

করিবেন ও কি নিমিত্তে আমার উপর বিরক্ত
বুদ্ধি হইয়াছেন। ভেদ উপায় যে রাজা সে
সর্ব্বদা ভেদ করিতে চাহে। অন্য প্রকার
বজ্র আর যে রাজভেদ এ দুই অতি ভয়ানক
এ দুই একেবারে পড়িতেছে। তারপর
সংগ্রামে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ এখন তার আজ্ঞাতে
প্রবর্ত্ত উপযুক্ত নহে। যে হেতুক যদি যুদ্ধে
মরে তবে স্বর্গ হয় কিম্বা শত্রু মারিতে পারিলে
সুখ হয় উভয় গুন শূরের দুর্ল্লভ যুদ্ধে এই কুশল
অতএব যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এই চিন্তা করিয়া
সঞ্জীবক কহিতেছে ওহে মিত্র কি কর্ত্তব্য
কেমন করিয়া জানিব ও দুর্বুদ্ধি তাহা কহ।
দমনক কহিতেছে যখন ঐ স্তব্ধকর্ণ লাঙ্গুল
উঠিয়া মুখ স্যাটকিয়া পা উঠিয়া বসে দেখ
তখন তুমি ও আপনার বিক্রম দেখাও। যে
হেতুক বলবানের বল দেখিয়া কাহার আনন্দ
না হয় কিন্তু এ সকল গুপ্তে রাখিও। যদি তুমি

না কর আমি কিছু এমন বলি না ইহা বলিয়া করটকের নিকট গেল। করটক কহিতেছে কি নিষ্পন্ন হইয়াছে। দমনক কহিতেছে হাঁ অবশ্য ভেদ হইবে। করটক কহিতেছে ইহার কি সন্দেহ যাচকের ওপর কে ক্রোধ না করে আর বিত্ত পাইয়া কে তৃপ্তি না হয় আর মন্দ করিতে কে পণ্ডিত নহে দূর্বৃত্ত করিতে সকলেই ধূর্ত্ত। তারপর দমনক পিঙ্গলকের সমীপে গিয়া কহিতেছেন মহারাজ ঐ পাপাশয় আইল এখন সজ্জী হইয়া থাক ইহা বলে পূর্ব্বোক্ত বিকৃত রূপ করাইলেক। তারপর সঞ্জীবক আইলে যেমন শুনিয়াছিল তেমনি বিকৃতাপন্ন সিংহকে দেখিয়া আপনার পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর সঞ্জীবক কে সিংহ বধ করিলেক। তাহাকে বধ করিলে বিশ্রান্ত হইয়া শোকের ন্যায় বসিলেন হায় কেন আমি নির্দ্দয়েতে অতি দারুন কর্ম্ম

করিলাম পরে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন স্বয়ং পাপের ভাজন রাজা অতি অধার্ম্মিক। অপর দেশেতে আর কেহ বুদ্ধি মন্ত থাকিল না। ভৃত্য নাশে রাজার মরন। দমনক কহিতেছে হে স্বামী এ অন্যায় শত্রু নষ্ট করিয়া যে সন্তাপ করা তাহা উপযুক্ত নহে। তাহা কহিয়াছেন পিতা কিম্বা ভ্রাতা কি পুত্র কি সুহৃদ যদি প্রান ছেদক হয় তাহাকে নষ্ট করিলে পাপ নাই। আর ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই জানহ একান্ত করুনা কর্ত্তব্য নেহ। হস্তগত যে জল তাহা ক্ষমাবান হইলে ও রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষমাবন্ত হয়া শত্রুকে ও মিত্রকে সে যতির ভূষন। অপরাধীকে ক্ষমা করা নৃপের দূষন। এই প্রকারে অনেক বুঝাইয়া সিংহের স্বীয় মনেতে আনিয়া সিংহাসনে বসাইলেক। তারপর দমনক হৃষ্টে জয় করিয়া মহারাজা ইহাই বলে যথাস্থানে থাকিলেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন সুহৃদ ভেদ শুনিলে। রাজপুত্রেরা কহিলেন হাঁ আপনকার প্রসাদে শুনিয়া সুখী হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিতেছেন অপর এমন আছে সুহৃদভেদে আপনারদের দিনং শত্রু নিপাত হওক ও সকল সুখ সম্পত্তি লক্ষ্মী সর্ব্বদা ক্রীড়া করুন। এই হিতোপদেশে সুহৃদভেদ নাম কথা দ্বিতীয় সমাপ্ত হইল।——

পুনর্ব্বার কথারম্ভ কালে রাজ পুত্রেরা কহিতেছেন আমরা বিগ্রহ কুতুহলে শুনিব। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন যদি আপনকারদের শুনিতে ইচ্ছা তবে কহি শুনুন। যাহার প্রথম শ্লোক এই। হংসের সহিত ময়ূরের যুদ্ধে তুল্য বিক্রম। বিশ্বাস বঞ্চিৎ হংস-স কাক করনক অরিমন্দিরে থাকিয়া পরাজয়

হইল রাজপুত্রেরা কহিতেছেন এ কি।
বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেলাগিলেন।———

কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলি নামে সরোবর আছে সেই স্থানে হিরণ্যগর্ব্ভ নামে রাজহংস সে বাস করে। তাহাকে সকল পক্ষী মিলিয়া পক্ষী রাজ্যে অভিষেক করিলেন। যেমন যদি নরপতি নাথাকে তবে সমুদায় রাজা সমুদায় প্রজা। যেমন সমুদ্রে কর্ণধার বিনা। আর প্রজাকে রাজা রক্ষা করেন তাহার অভাবে সৎ অসৎ। এক দিন ঐ রাজহংস কনক কোমল খাট্টার ওপরে সপরিবার সহিৎ সুখে আছেন। তারপর জম্বূদ্বীপ হইতে দীর্ঘমুখ নামেতে বক আইলে প্রনাম করিয়া বসিল। রাজা কহিতেছেন দীর্ঘমুক দেশান্তর হইতে আইলা কি সমাচার কহ। সে কহিতেছে মহা রাজ এক মহৎ বার্ত্তা

আছে। আমিও তাহাই কহিবার ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র আইলাম। অবধান করিতে আজ্ঞা হউক।——

জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্য নামেতে এক পর্ব্বত আছে সেই খানে চিত্রবর্ণ নামে ময়ূর পক্ষীরাজ তিনি বাস করেন। তাহার অনুচরেরা দগ্ধারণ্যের মধ্যে চরিতে দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেক। তুমি কেহে কোথা হইতে আসিয়াছ। তখন আমি বলিলাম আমি কর্পূরদ্বীপ চক্রবর্ত্তী রাজা হিরন্যগর্ব্ভ নামে তাহার অনুচর কৌতুকে দেশান্তর দেখিতে আইলাম। তাহা শুনিয়া পক্ষীরা কহিলেক সে কোন দেশ সে কি বড় রাজা। তারপর আমি কহিলাম আঃ কি কহিলে তোমার রাজা আমার রাজায় মহৎ অন্তর। যেমন স্বর্গের ইন্দ্র তেমন কর্পূরদ্বীপ চক্রবর্ত্তী